বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

বিশেষ ক্রোড়পত্র ■ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

বাণী

মাননীয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার, ঢাকা।

০১ ফাল্গুন ১৪৩১
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৫' উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও অভিবাদন।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের সমুদ্রসীমা ও উপকূলীয় জনপদের কাছে অতি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশের অফুরন্ত সম্পদ ও সমুদ্রসীমা এবং উপকূলীয় এলাকার জনগণের জান ও মাল রক্ষা, জেলেদের প্রতিরক্ষা, অফশোর রক্ষা, মাদক পাচার রোধ, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরি সেবা, উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় এ বাহিনী অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। দেশের অফশোর-ভিত্তিক বাণিজ্যের মূল জেলেদের চট্টগ্রাম বন্দর ও বাহিনীগুলো এলাকায় চুরি-ডাকাতি ও অপরাধ দমনে কোস্ট গার্ড অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এছাড়া দেশের জাতীয় সম্পদ কুমিরা ইলিশ সংরক্ষণ, জলদস্যু দিবস রোধ এবং সমুদ্র সম্পদের যৌথ জরিপ কাজে অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ ও বাহিনীর অপরিহার্য অংশীদার। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের পূর্বাঞ্চলে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা ও দুর্গতদের জানমাল রক্ষায় কোস্ট গার্ডের ভূমিকা সর্বজনীন প্রশংসিত হয়েছে। অতি কাজ, ঝড়, জলোচ্ছ্বাসসহ যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের কার্যকর পদক্ষেপ প্রশংসার দাবিদার।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর সকল সদস্য অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে এবং অনুপ্রেরণা-আগামী ২০২৪ এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করবেন। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের জলসীমায় সমুদ্রসম্পদ বৃদ্ধি এবং উপকূলীয় এলাকার বিভাগমান বিভাগের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান ও সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত কার্যকর অবদান রাখবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড- এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

দেশের উপকূল ও সমুদ্রসীমা প্রহরায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

নব্য অভ্যুত্থানপরবর্তী নতুন বাংলাদেশে নতুন উদ্দীপনার পুনর্বিজয় গতিতে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। এক উদার, গণমুখীন, দৈনন্দিনীন, নিরপেক্ষ উপকূল নির্ভরশীল নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে এ বাহিনী। বাংলাদেশের ১৯টি উপকূলীয় অঞ্চল ও জলসীমা নদীভীরবর্তী এলাকা এবং বঙ্গোপসাগরের ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সুবিশাল সমুদ্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিয়ে ১৯৯৪ সালে 'Guardian at Sea' মূলমন্ত্র নিয়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯৫ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের পথ চলা শুরু হয়।

সুজলাম্ সুফলাম্ আর্থসামাজিকভাবে দেখার সকল বাধা-বিপত্তিকে জয় করে এগিয়ে চলেছে কোস্ট গার্ড, যেমন করে সাত দশক নিয়েছিলো ২০২৪ সালের জুলাই আগস্ট-এর চক্রজোয়ার বিপ্লবকে। অসংখ্যবার নির্যাতন অভিযান, নাশিকতা এবং উপকূলবাসীদের বিভিন্ন প্রকার অসংখ্য প্রশ্ন উদ্ভব করা হয় এবং ৬০ জনকে আটক করা হয়।

উপকূলীয় ও নদী জীবনটা অঞ্চলে বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মাধ্যমে সর্বদা নজরদারি অব্যাহত রেখেছে কোস্ট গার্ড। নিয়মিত অভিযান চালিয়ে গত ৫ই আগস্ট হতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রোদ্ধার, গোলাবারুদ ও মাদকদ্রব্য হাজার কোটি টাকা মূল্যের অবৈধ প্রব্যসামগ্রী আটক করেছে যার পরিচয় পরিমাণের বিবরণ:

অভিযান/অপারেশনের নাম	সাফল্যের বিবরণ
চোরাচালান প্রতিরোধ	চোরাচালান প্রতিরোধ অভিযান পরিচালনা করে ২৯৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার অবৈধ জব্যসামগ্রী আটক করা হয়।
মৎস্যসম্পদ রক্ষা	মৎস্যসম্পদ রক্ষায় ৫,০০০ কোটি টাকা মূল্যের ৭৮৭ কোটি মিটার জাল ও ২ লক্ষ কোটি আটকা জব্দ করা হয়েছে, যার মধ্যেকার ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকার ৪৩ লক্ষ টন মাছ জব্দ প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা পেয়েছে
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ	মাদক উদ্ধার অভিযানে ৬,২০,১৭৯ পিস ইয়াবা, ৫১৯ বোতল বেশি-বিয়েশি মদ, ৫৩০ কেজি গাঁজা ও ৪ কেজি ক্রিস্টাল মাদক আইনগত বিভিন্ন প্রকার মাদক দ্রব্য উদ্ধার করা হয় এবং ৬০ জনকে আটক করা হয়।
অস্ত্র সম্পদ রক্ষা	প্রায় ৩০০ কোটি টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সম্পদ এবং বিভিন্ন বিস্ফোরক গলি রক্ষা করা হয়।
পরিবেশ রক্ষা	প্রায় ১০০ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন পলিথিনসহ অন্যান্য পরিবেশ বিধ্বংসী প্রাণবৈচিত্র প্রজাতি জব্দ করা হয়।
উদ্ধার অভিযান	বিভিন্ন উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে ১৪১ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করা হয় এবং মৃত্যুটি আটকপূর্ব ৯০ জন জেলেকে সফল প্রত্যাবর্তন সহায়তা করা হয়।
জলদস্যুতা বিরোধী অভিযান	সুন্দরবনের উপকূলীয়/ নদী জীবনটি অঞ্চলে ১৪৬ জন জলদস্যু/সন্ত্রাসী/অস্ত্র আটক করা হয় এবং ৭০ টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, ৩৪৫ টি দেশীয় অস্ত্র ও ২১৭ রাউন্ড কারতুজ জেলে উদ্ধার করা হয়।
মাদক পাচার ও অবৈধভাবে পাশবিক অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ	২ হাজার ৩২ জন মাছধরার নাগরিকদের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা হয় এবং মাছধরার ছদ্মে অনুপ্রবেশকারীদের ৫ জন বিভিন্ন দেশ, ১ জন মাছধরার আর্মি সদস্য এবং ৩৯ জন মাছধরার বাংলাদেশকে আটক করা হয়।

বাণী

মাননীয় উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ ফাল্গুন ১৪৩১
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৫' উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সর্বস্তরের সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও অভিবাদন জানাই।

সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দি এবং বাংলাদেশের সার্বভৌম জলসীমার নিরাপত্তা জোরদারের জন্য বিগতবছর ১৯৯৪ সালে 'Guardian at Sea' মূলমন্ত্র নিয়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের প্রতিষ্ঠা সময়ে সমুদ্র অঞ্চলে সুরক্ষিত নিরাপত্তা ও বাহিনীর আত্মত্যাগে, নিষ্ঠা এবং পেশাদার চেতনার উদ্ভাস হয়ে সর্বদা দায়িত্ব পালন করবে বলে আমি আশা করি। একই সাথে দেশপ্রেম, আন্তরিকতা, সাহসিকতা, অবিচল আস্থা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করে কোস্ট গার্ডের সকল স্তরের সদস্যগণ এ বাহিনীর অন্তর্দৃষ্টি অর্জন উন্নয়ন করবে সদা অগ্রসর থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্র এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে একনিষ্ঠ সততাঁর চরণের মেকনিকের পাশাপাশি দেশের সুদীর্ঘ অর্থনৈতিক অঞ্চলিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কোস্ট গার্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আমি আশা করি এ বাহিনীর আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা এবং পেশাদার চেতনার উদ্ভাসে অসংখ্য অফশোর প্রকল্পে সফলতার সকল প্রচেষ্টা চলমান থাকবে এবং অবিচলিত উন্নয়নের বৃদ্ধি পাবে।

আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৫ উপলক্ষে পূর্ণাঙ্গ সফল কর্মযুক্ত সফল হোক।

এ.এফ.এম রুহুল হক এনডিসি

বাণী

মাননীয়
উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৫' উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও অভিবাদন। এই সময়কে আমি স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩৫ বছর পরিপূর্ণ এবং জুলাই বিপ্লব/বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পরিপূর্ণ এবং আগস্ট অগ্রগতির মধ্যে বাংলাদেশ সরকার, এবং সেনাবাহিনী ও সমুদ্র বাংলাদেশ গেয়েছি।

দীর্ঘ দিন দশকের পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের উপকূলবর্তী জলসংরক্ষণ, পর্যটন, জেলেদের ও সমুদ্রসীমা জলসংরক্ষীয় নিজস্ব আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে ইতোমধ্যেই নিজেদের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতিষ্ঠাকাল হতে এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশের উপকূলীয় দুর্গম এলাকাসমূহ, সমুদ্রসীমায় সার্বক্ষণিক উপস্থিতির মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতে কর্তব্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দেশের উপকূলীয় এলাকাসহ সকল জলাঞ্চলে জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় এ বাহিনীর অবদান অনস্বীকার্য। কোস্ট গার্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কয়েকজন সুযোগ্য অফিসার/ সেলিলেন্সদের সমুদ্র অঞ্চলগুলো যারা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ চলমান আছে। এছাড়াও এ বাহিনীকে অত্যাধুনিক সমুদ্রগামী অস্ত্রসহ পাঠানো হচ্ছে, যেমন- জেলেদের, মেরিনারদের ও উন্নত প্রযুক্তির জ্ঞানসহ সাম্প্রতি সেই সংযোজনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি বোগেতাবে ও অপরাধমূলক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড যুক্ত রয়েছে সিন্ডিকেট প্রতিরোধ, যা ছাড়া গভীর সমুদ্র নিরাপত্তা প্রশিক্ষণের পাশে সার্চ/নিউটিন মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন দৃশ্যমান বোগেতাবে জ্ঞান করে বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর নির্ভীক নাবিকেরা উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের অরক্ষণীয় জলসীমায় সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমুদ্র ও নদী বন্দরগুলোর নিরাপত্তা প্রদান, সমুদ্র পথে মাদক পাচার রোধ, মাদক পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধসহ অবৈধ-পুঁজিবাদ রক্ষায় বিভিন্ন অভিযান চালিয়ে চলেছে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন: ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জনগণের অমূল্য প্রাণ ও জানোয়ার অর্থাৎ সম্পদ রক্ষেছে। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী অবৈধ-পুঁজিবাদ রক্ষায় বিভিন্ন অভিযানের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জনগণের মুক্তিবাহী গণজয় করেছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড একটি নব, আধুনিক ও পাঁচশতটি বাহিনী হিসেবে জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক টেকসই অবস্থান রেখে চলেছে।

উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর প্রতিটি সদস্য অবসরা, পুলকার ও নিজের পথে দায়িত্ব পালনে ব্রতী থাকবে মর্মে আমি আশা করি।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৫ সফল হোক। আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অবঃ)

বাণী

মাননীয় উপদেষ্টা
জাতীয়তাবাদ বিভাগ
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৫' উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আমাদের এই কষ্ট দিন আমি স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের শহিদ এবং আহত জনতার ছাত্র জনতাকে। আমের ভূগোলগত অবস্থানগত মহিমায় আজ সারা দেশের মানুষ বঙ্গোপসাগর ও সমুদ্র বাংলাদেশ গঠনে বদ্ধপরিকর।

দেশের উপকূলীয় ও নদীর সমুদ্র অবৈধ-পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রণকরণের পাশাপাশি সমুদ্র বন্দরের নিরাপত্তা প্রদান, মাদক ও মানব পাচার প্রতিরোধে, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধসহ অবৈধ-পুঁজিবাদ রক্ষায় বিভিন্ন অভিযান এবং জলদস্যু রক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমি আশা করি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর সকল সদস্য এবং বাহিনীর অন্তর্দৃষ্টি অর্জন উন্নয়ন করবে এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এবং সমুদ্র অঞ্চলে নিরাপত্তা নিশ্চিতে কর্তব্যপরায়ণ থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অন্যান্য নিজের সকল ক্ষেত্রের মোবলিলাইজ কোস্ট গার্ডকে আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। দেশের বিশাল সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাসহ অন্তঃজলীয় অবৈধ টীন সালাহ এলাকাসহ অন্যান্য নজরদারে অধিক পাশাপাশি কোস্ট গার্ডের জলদস্যু দৃষ্টিকারী অবৈধ নিয়ন্ত্রণে এবং সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। আমি এ বাহিনীর আন্তরিকতার উন্নয়ন প্রচেষ্টার কার্যক্রমের ও মেরিনারদের সক্ষমতাকে পরিবর্তনের প্রশংসা করা হচ্ছেনে। সাম্প্রতিকটি সুবিধা বাস্তবায়ন করে এ বাহিনীর মোবাইলের সক্ষমতা বর্ধনের জন্য মিনিস্ট্রিতেই স্থাপন করা হচ্ছেনে। অধিকন্তু এ বাহিনী আরও ভূগোলগতভাবে ও অত্যন্তিক বাহিনী হিসেবে অপিত দায়িত্ব পালনে সিরাজিক বাজেট বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি দিবার।

আমি আশা করি অন্যান্য কর্মসূচিতে, সেশনের ও অন্যান্যভূমের আন্তরিকতা সুজনের মেকনার উন্নয়ন হয়ে এ বাহিনীর সাফল্যের দেশের সুবিধাগুলো সমুদ্র অঞ্চলের নিরাপত্তা প্রদান, সমুদ্রসম্পদ রক্ষা ও সুদীর্ঘ অর্থনৈতিক অঞ্চলের রাখবেন সমুদ্র অঞ্চলগুলোতে অবৈধ চলাচল নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। এবমধ্যেকার অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যেকার অবৈধ জন্য নিরাপত্তিগুলো স্থাপন করা হচ্ছেনে। অধিকন্তু এ বাহিনী আরও ভূগোলগতভাবে ও অত্যন্তিক বাহিনী হিসেবে অপিত দায়িত্ব পালনে সিরাজিক বাজেট বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি দিবার।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৫ এর সফলতা কামনা করছি। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হোন।

দিলিপ কান্তি

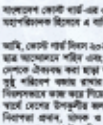

বাণী

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস-২০২৫' উপলক্ষে আমি মহাপরিচালক হিসেবে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও অভিবাদন।

আমি, কোস্ট গার্ড দিবস ২০২৫ এর স্বলক্ষ্যে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ০৫ আগস্ট ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শহিদ এবং আহত জনতা ছাত্র-জনতাকে। তাদের ত্যাগবাহিক আত্মত্যাগ, সাহস ও নাম দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা ছাড়া আমাদের এই স্বাধীন স্বাধনাই সম্ভব হতো না। দেশের সেই ক্রান্তিকালীন সময়ে সুষ্ঠু পরিচালনা বজায় রাখতে জন্য সামরিক বাহিনীসহ অন্যান্য বাহিনীর স্বাথে কোস্ট গার্ডের সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণমতো কাজ করে গিয়েছে। সাম্প্রতিক কালের উপকূলীয় দেশগুলো দেশের স্থিতির ও অবস্থান চলমান রাখার স্বার্থে দেশের উপকূলীয় জলসীমা ও গভীর সমুদ্র অবৈধ-পুঁজিবাদ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সমুদ্র বন্দরের নিরাপত্তা প্রদান, মাদক ও মানব পাচার প্রতিরোধ, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ, সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধকরণ, অন্যান্যসহ রক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমি আশি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর সদস্যগণ দেশের সকল সমুদ্র বন্দর নিরাপদ কর্মপরিবেশ বজায় রাখতে, যার ফলে উন্নয়নমূলক দেশগুলো কোস্ট করছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সমুদ্র পথে মাদক দ্রব্য পাচার রোধে কার্যকরীভাবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেনে। এবমধ্যেকার, বাংলাদেশ সরকারের সুদীর্ঘ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরকরণে ও দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় দেশের এ বাহিনীর সদস্যগণ নিজেদের পরিচ্ছন্ন করে যাচ্ছে। দেশের প্রতি অনুগতভাবে সর্বদেশ প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য নিজে দে সকল অনুগতভাব কোস্ট গার্ড সদস্য নিজের সম্মান প্রাণ দিতেও কার্যকরে বীরদের আত্মত্যাগ কামনা করছি। জীবনে যথার্থ আত্মজ্ঞানী অবস্থানের জন্য একটিমাত্র শোনের ও গর্বের।

বিগত ৩০ বছর পরে বীরে বীরে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এখন উপকূলীয় এলাকার অধিক সম্পদ রক্ষায় জনগণের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে আরও সক্ষম ও কার্যকর করে গড়ে তুলতে এ বাহিনীকে সমুদ্র ঘোষণা, সেমিনার ও আন্তর্জাতিক সুযোগের মধ্যে দেশের সকল সদস্য ও কারক পরিস্থিতিগুলোর সার্বক্ষণিক সহযোগ ও কল্যাণ জন্যেয় আছে। ইতোমধ্যে কোস্ট গার্ড-এর প্রবাহের ফেইস, সেমিনার, অডিটোরিয়ামসমূহ অবকাঠামোসহ উন্নয়ন করা হচ্ছেনে। পাশাপাশি কোস্ট গার্ড-এর অন্তর্নিমাণের সমুদ্রগামী অত্যাধুনিক জলযান, এমিনেকাইজ, হোভারক্রাফট, হাই স্পিড বোট ও হেলিকপ্টার অর্ডারকরণ সিলেকটর সম্পাদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমি বাংলাদেশের বিশাল জলসীমা এবং নদীর জীবনটা অঞ্চল হিসেবেনের কোস্ট গার্ডের কাজকের বৃদ্ধির আরো অগ্রসর প্রয়োজন রয়েছে যেন সকলের বিজী সমুদ্রের। জবিষ্যতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আরও পরিপক্কী ও আধুনিক বাহিনী হিসেবে আত্মজ্ঞানের সকলের জন্য বিশ্বাস।

আমি আশা করি আমার বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আর উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালনে নিরলসভাবে কাজেই থেকে দেশ ও জাতির অগ্রগতি সর্বদা নিয়ন্ত্রিত থাকবে। আমি কোস্ট গার্ড-এর সকল সদস্য ও কারক পরিস্থিতিগুলোর সার্বক্ষণিক সাফল্য ও কল্যাণ কামনা করছি।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হোন।

মোঃ জিয়াউল হক
বিগেডিয়ার জেনারেল